প্রথম আলো

তারিখ 22 JAN 2008
পৃষ্ঠা 20 কলাম 1

'ভারপ্রাপ্ত'তে ভারাক্রান্ত

শেষ পৃষ্ঠার পর
তিনি শিগগিরই চূড়ান্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্নের দাবি জানান।

যোগাযোগ করা হলে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক মোহাম্মদ শাফি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে বলে দাবি করেন। তিনি বলেন, এত দিন জরুরি অবস্থা জারি থাকায় বিভিন্ন নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হয়নি। এসব বিষয় উপাচার্য দেখবেন উল্লেখ করে তিনি আর কোনো মন্তব্য করেননি।

উপাচার্য মামনুনুল কেরামত বলেন, তিনিও ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাই এসব বিষয়ে এখন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া যাচ্ছে না।

কর্তৃপক্ষ নিয়মিত পদায়ন নিশ্চিত না করায় এর নানা নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। ফোকলোর বিভাগের শিক্ষার্থীরা অনুষদ পরিবর্তনে আন্দোলন করলেও মেয়াদ না থাকায় ডিনরা এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি বলে জানা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন অনেক নীতি-নির্ধারণী সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। আবার একই কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে [illegible] অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। ফলে অনেক শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদোন্নতিসহ নানা বিষয় আটকে রয়েছে।

'ভারপ্রাপ্ত'তে ভারাক্রান্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

কুদরাত-ই-খুদা বাবু ● রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য, রেজিস্ট্রার, ডিনসহ অন্তত ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ পদ
ভারপ্রাপ্তদের দিয়ে চালানো হচ্ছে। ভারপ্রাপ্তরা তাঁদের নিয়মিত দায়িত্বের অতিরিক্ত
হিসেবে এ দায়িত্ব পালন করছেন। ফলে নিয়মিত কাজে স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। এ
ছাড়া শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিদের মেয়াদ শেষ হলেও নির্বাচন না হওয়ায় পুরানোরা
দায়িত্ব পালন করছেন।

জানা গেছে, উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম আলতাফ হোসেনকে গত বছরের ১৫ মে
অপসারণ করা হয়। এরপর সহ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মামনুনুল কেরামত ভারপ্রাপ্ত
উপাচার্যের দায়িত্ব পান। গত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে এম আলতাফ
হোসেনকে দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ রয়েছে।

২০০৭ সালের ২৯ জুন রেজিস্ট্রার আব্দুস সালামের মেয়াদ শেষ হলে ৩০ জুন উপ-
রেজিস্ট্রার শেখ সা'দ আহমেদকে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার করা হয়। এরপর ১০ আগস্ট
তৎকালীন উপাচার্য আলতাফ হোসেন কলা অনুষদের ডিন বিএনপিপন্থী বলে পরিচিত
অধ্যাপক মোহাম্মদ শাফিকে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার করেন। এখনো মোহাম্মদ শাফি এ
দায়িত্ব পালন করছেন।

এ ছাড়া ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারি কলা, বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, বাণিজ্য,
আইন ও বিচার এবং জীব ও ভূ-বিজ্ঞান অনুষদের নির্বাচিত ডিনদের মেয়াদ শেষ
হয়েছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ডিন নির্বাচন না দেওয়ায় অনুষদগুলোতে এখনো
পুরোনোরাই দায়িত্ব পালন করছেন। তবে কৃষি অনুষদ নতুন হওয়ায় ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য
পদাধিকারবলে ডিনের দায়িত্বে রয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর, শরীরচর্চা শিক্ষা বিভাগ, ছাত্র-শিক্ষক সাংস্কৃতিক
কেন্দ্র—টিএসসিসি, বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর এবং সেন্ট্রাল সায়েন্স ল্যাবরেটরিতেও
ভারপ্রাপ্ত পরিচালক বা প্রশাসক নিযুক্ত রয়েছেন।

এ ছাড়া ২০০৭ সালের মার্চ মাসে সিন্ডিকেট সদস্য এবং শিক্ষক সমিতির নির্বাচিত
প্রতিনিধিদের মেয়াদ শেষ হয়েছে। তবে প্রশাসন সিন্ডিকেট ও শিক্ষক সমিতির নির্বাচন
না দেওয়ায় পুরোনোরাই দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী; চার বছর পরপর সিনেট ও রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট নির্বাচন
হওয়ার কথা। কিন্তু ১৯৯৪ সালে নির্বাচিত সিনেট ও রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধিরাই
১৪ বছর ধরে দায়িত্ব পালন করছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক দুলাল
চন্দ্র বিশ্বাস বলেন, অনেক দিন ধরেই জামায়াত-বিএনপি প্রশাসনের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়
জিম্মি হয়ে রয়েছে। আর অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দলীয় লোকদের
বসিয়ে রেখে স্বার্থ হাসিল করা হচ্ছে। এসব পদে

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১